REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ হইতে ১॥৹ টাকা। নগদ মূল্য ১৹ দুই পয়সা বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় বিনামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /৹ এক আনা।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৹ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶৹ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵৹ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১৹ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /৹ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ছাদের জন্য

লোহার কড়ি

বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু ইত্যাদি উচিত মূল্যে বিক্রয় করি। সত্বর দরের জন্য পত্র লিখুন।

নিরঞ্জন এণ্ড কোং লিঃ

ম্যানেজিং ডিরেক্টার :—
শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
২নং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

২৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২৩শে মাঘ বুধবার ১৩৪৭ ইংরাজী 5th February 1941 | ৩৮শ সংখ্যা

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৪৫ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর সি-এস প্রভৃতি উপাধিধারী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠপোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ আর-সি-এস ইত্যাদি; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস, এম-ডি-সি-এম, কাপ্তেন এস, এন, চৌধুরী আই-এম-এস, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, ডাঃ পুষং এম-ডি ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২॥৹, ছোট ১৸৹ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা-পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন কর্ম্মযুগ আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত, আমবাত, সর্দ্দি, কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকালব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫॥৹

ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব বীমা প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

ইহাতে জীবন-বীমা করিয়া সংসারে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করুন।

—আর্থিক পরিচয়—

(মে হইতে ডিসেম্বর, ১৯৩৯)

নূতন বীমা	...	২ কোটি ১০ লক্ষের উপর
মোট চলতি বীমা	...	১৭ " টাকার "
মোট সংস্থান	...	৩ " ৫৬ লক্ষের "
বীমা তহবিল	...	৩ " ১০ " "
দাবী শোধ (১৯০৭-৩৯)	...	১ " ৯৭ " "
প্রিমিয়াম আয়	...	প্রায় ৪৭ লক্ষ টাকা

—বোনাস—

প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে

মেয়াদী বীমায় ১৮৲ আজীবন বীমায় ১৫৲

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।

এজেন্সি :—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলোন, মালয়, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

মহা সমর! মহা সমর!!

এই দুর্দ্দিনে দেশের অর্থ দেশে রাখুন। এবং দেশের সহস্র সহস্র নরনারীর অন্ন-সংস্থানের সহায়তা করুন। ভারতে উৎপন্ন তামাকে হাতে তৈয়ারী ভারত বিখ্যাত

মোহিনী বিড়ি

যাহা মোহিনী বিড়ি, মোহিনী ২৪৭ বা ২৪৭ নং বিড়ি বলিয়া পরিচিত, সেবন করুন। ধূমপানে পূর্ণ আমোদ পাইবেন। আমাদের প্রস্তুত বিড়ি, বিশুদ্ধতার গ্যারাণ্টি দিয়া বিক্রয় করা হয়। পাইকারী দরের জন্য লিখুন।

একমাত্র প্রস্তুতকারক ও স্বত্বাধিকারী

মুলজী সিক্কা এণ্ড কোং

হেড অফিস—৫১, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—১৬০ নং নবাবপুর রোড, ঢাকা, সরায়গঞ্জ, মজঃফরপুর বি-এন-ডবলিউ-আর।

ফ্যাক্টরী—মোহিনী বিড়ি ওয়ার্কস, গোণ্ডিয়া (সি, পি) বি-এন-আর।

আমাদের নিকট বিড়ি প্রস্তুতের বিশুদ্ধ তামাক ও পাতা খুচরা ও পাইকারী হিসাবে পাওয়া যায়।

দরের জন্য পত্র লিখুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২৩শে মাঘ বুধবার সন ১৩৪৭ সাল

শ্রীশ্রী৺সরস্বতী পূজা

গত ১৯শে মাঘ শনিবার সহর ও পল্লী অঞ্চলের বহু হিন্দু বাড়ীতে ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে আড়ম্বরের সহিত সরস্বতী পূজা সম্পন্ন হইয়াছে। এরূপ গ্রাম অল্পই আছে যেখানে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বীণাপাণির অর্চ্চনা হয় নাই। বহুস্থানে নাটক অভিনয় ও নানাপ্রকার সঙ্গীতাদির ব্যবস্থা ছিল। গত সোমবার রাত্রে ছোট বড় অনেকগুলি প্রতিমা শোভাযাত্রা ও বাদ্যযন্ত্রসহ নগর প্রদক্ষিণ করিয়া বিসর্জ্জন করা হইয়াছে।

স্বর্গীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র স্মৃতি

গত ২২শে জানুয়ারী মুর্শিদাবাদের জনপ্রিয় জেলা জজ শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, আই-সি-এস মহোদয়ের সভাপতিত্বে বহরমপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক হলে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী স্মৃতিরক্ষা কমিটির এক সভা হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষকে বহরমপুর ষ্ট্র্যাণ্ডরোডের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র রোড' রাখার জন্য অনুরোধ করা হউক বলিয়া একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

ডাকাতি

সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র মণ্ডলের বাড়ীতে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতগণ কয়েক শত টাকা ও অলঙ্কারপত্র লইয়া গিয়াছে, পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

চুরি

মনিগ্রাম থাসমহল কাছারীর লৌহ সিন্দুক হইতে এগার শত টাকা চুরি হইয়া গিয়াছে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

চোরের রসিকতা

"আনন্দবাজার পত্রিকায়" শ্রীশ্রীপতি কুণ্ডু সাং দীর্ঘনালা পোঃ অণ্ডাল, জেলা বর্দ্ধমান হইতে লিখিয়াছেন :—

১৭ই মাঘ রাত্রিতে আমার বাটী হইতে এক জোড়া হালের বলদ চুরি গিয়াছে এবং এই মর্ম্মে একখানি পত্র পাইয়াছি যে, 'আমাদের মহরম পরবের কুর্ব্বানীর জন্য আপনার গরু দুইটী লইলাম। এই গরু দুইটী অনেক লোকের ভোজে লাগিবে। কিছু মনে করিবেন না, আপনি বড়লোক আবার কিনিয়া লইবেন। আপনি আমাদের সেলাম জানিবেন।" চাষের বলদ চুরি গেলে গরীব চাষীর চাষ করিয়া খাওয়া খুব দুরূহ হইয়া উঠিবে।

রাণী মার্কা টাকা

ইউনাইটেড প্রেস বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছেন যে, বিভিন্ন ট্রেজারীতে রাণী মার্কা টাকা লইবার সময় আরও বাড়াইয়া বর্ত্তমান বৎসরের ৩০শে সেপ্টেম্বর ধার্য্য করা হইয়াছে।

মাঘোৎসব

বিগত ১১ই মাঘ শুক্রবার শান্তিনিকেতনে যথারীতি মাঘোৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন এই উপলক্ষে আশ্রমবাসী সকলে সন্ধ্যাকালে মন্দিরে সমবেত হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

কালীমূর্ত্তি চুরি

তারকেশ্বর কালী মন্দির হইতে অষ্টধাতু নির্ম্মিত কালীমূর্ত্তি হঠাৎ অপহৃত হইয়াছে। তবে মূর্ত্তির গায়ের গহণাগুলি নাকি চুরি যায় নাই। চোর যে বিষয়সম্পত্তিতে আসক্তহীন সাধু এ ঘটনায় অন্ততঃ তাহা বেশ ভালরূপেই বুঝা গেল।

কাপড় কলে অসুবিধা

গত মহাযুদ্ধের পর যে বিশ বৎসর অতীত হইয়াছে, তাহাতে বাংলার অন্যান্য শিল্পের প্রসার বৃদ্ধি যত না হউক, বস্ত্রশিল্পের যে উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐ কয় বৎসরে বাংলার বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং অনেকগুলি কলই পূর্ব্বাপেক্ষা নানা বিষয়ে যথেষ্ট উন্নত। গত মহাযুদ্ধের সময় সাধারণ ধুতির মূল্য জোড়া প্রতি ৬৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল; কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় তাহার মূল্য ২৷৷০ টাকার অধিক হয় নাই। কাপড়ের কলের সংখ্যা বৃদ্ধিই ইহার কারণ। এখন অধিকাংশ কলেই সূতা তৈয়ারী হয়। সুতরাং বিদেশ হইতে আমদানী সূতার জন্য কাপড় তৈয়ারী বন্ধ রাখিতে হয় না। এই দিক হইতে কাপড়ের কলগুলি স্বাবলম্বী হইলেও, রঙের জন্য পরমুখাপেক্ষী থাকিতে হইতেছে। বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত এস, কে, বসু যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি এই প্রদেশের কাপড়কলগুলির কতকগুলি অসুবিধার উল্লেখ করিয়াছেন। সমিতির বার্ষিক বিবরণীতেও কতকগুলি অভাব-অভিযোগ বর্ণিত হইয়াছে। আবশ্যকমত রঙ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ তাহার অন্যতম। কলের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের প্রয়োজনমত যথেষ্ট পরিমাণ রঙ সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না। তাহার ফলে বিবিধ প্রকার পাড়যুক্ত ধুতি ও বিশেষভাবে শাড়ী সরবরাহ করা কলগুলির পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবিলম্বে ইহার একটা প্রতিকার না হইলে বাজারে রকম রকম পাড়ের শাড়ীর সরবরাহ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। যুদ্ধের জন্য বিদেশ হইতে রঙ আমদানীতে বাধা ঘটিতে পারে এবং যুদ্ধ কতদিনে শেষ হইবে তাহারও যখন নিশ্চয়তা নাই, তখন যাহাতে এদেশেই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রঙ তৈয়ারী সম্ভব হইতে পারে তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। বলা বাহুল্য, ইহাতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য একান্তই প্রয়োজন।

পরলোকে যোগেশচন্দ্র রায়

গত ২৭শে জানুয়ারী রাত্রি ৯টার সময় কলিকাতা হাইকোর্টের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবীণ উকিল যোগেশচন্দ্র রায় তদীয় ভবানীপুর ৬নং ডাঃ রাজেন্দ্র রোডস্থ বাসবাটীতে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৮৭ বৎসর বয়স হইয়াছিল এবং কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বার-লাইব্রেরীতে তাঁহার স্বর্ণ-জুবিলী হইয়া গিয়াছে।

মন্দির প্রতিষ্ঠা

বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর থানার অধীন কলেশ্বর গ্রাম সাঁইথিয়া ষ্টেশন হইতে ১১ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। স্বর্গীয় রাজা রামজীবন রায় চৌধুরী স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া উক্ত কলেশ্বরে অনাদি লিঙ্গ ৺কলেশনাথ শিব ঠাকুরের একটী সুবৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উক্ত মন্দিরটী জীর্ণ ও ধ্বংসোন্মুখ হওয়ায় পূজ্যপাদ স্বামী দ্বারিকানাথ দেবতপস্বী সাধুবাবা পুরাতন মন্দিরটী ভাঙ্গিয়া বহু অর্থব্যয়ে বর্ত্তমানে সেই স্থানে তদনুরূপ একটী নূতন মন্দির প্রস্তুত করাইয়াছেন। আগামী ২৮শে মাঘ সোমবার উক্ত মন্দির প্রতিষ্ঠা ও তৎসহ শ্রীশ্রীপার্ব্বতী মাতার মূর্ত্তি স্থাপন উপলক্ষে শত শত খ্যাতনামা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সাধু মহাত্মা ও ভক্তবৃন্দের সমাগম এবং সেখানে এক বিরাট মেলা হইবে।

হেতমপুররাজের মহানুভবতা

অজন্মায় বীরভূমবাসীর দুঃখ দুর্দ্দশার সীমা নাই। দরিদ্র প্রজা যাহাতে এই অভাবের দিনে কিছু উপার্জ্জনের সুযোগ পায় তজ্জন্য হেতমপুর রাজ সরকার হইতে ইতিমধ্যেই জেলার অনেক রিলিফ কার্য্য সুরু হয়েছে। হেতমপুর রাজবাটীতেও তিনটী বৃহৎ পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার কার্য্যে বহু দরিদ্র প্রজার অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। কুমার ব্রজনিরঞ্জন ও কুমার বিশ্বরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরদ্বয় নিজ নিজ মহালের অন্যান্য স্থানেও ঐরূপ কার্য্যের ব্যবস্থা শীঘ্রই করিবেন শুনা যাইতেছে। গত পৌষ মাস হইতে সমগ্র হেতমপুর রাজ এষ্টেটের প্রজাগণের সমস্ত সুদ মাফ দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাদের এই দৃষ্টান্ত জেলার অন্যান্য জমিদারেরা অনুকরণ করিলে বিপন্ন প্রজাদের প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা হইবে সন্দেহ নাই।

কুইনাইনের বদলে খড়ি

বাংলার জনস্বাস্থ্য বিভাগ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, জাভা কুইনাইনের হ্রাস এবং উহার মূল্য বৃদ্ধির দরুণ বাংলায় এবং অপরাপর প্রদেশে একদল অসাধু ব্যবসায়ী কুইনাইনের বড়ির পরিবর্ত্তে খড়ির বড়ি বিক্রয় করিতেছে। জনস্বাস্থ্য বিভাগ বাজার চলতি কয়েক প্রকার কুইনাইন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ইহার কোন কোনটিতে একেবারেই কুইনাইন নাই।

সন্ন্যাসীর শোচনীয় পরিণাম

জনৈক হিন্দু সন্ন্যাসী হঠযোগের কৌশল দেখাইতে যাইয়া গত ১৯শে জানুয়ারী রবিবার রায়পুরে (জব্বলপুর) মারা গিয়াছেন। উক্ত সাধু তাঁহার কৌশল দেখাইবার এবং মাটীর ভিতরে গর্ত্তের মধ্যে ২৪ ঘণ্টা থাকিবার প্রস্তাব করেন এবং তদনুযায়ী তিনি এক বদ্ধ গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করেন। ২৪ ঘণ্টা অতিবাহিত হইলে তৎপর দিবস গর্ত্ত খুঁড়িলে তাঁহাকে মৃতাবস্থায় দেখা যায়।

উত্তর আফ্রিকায় ভারতীয় সেনাদলের গৌরবময় কাহিনী

"উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে ব্রিটিশ-সৈন্য আরও একবার ভারতীয় সৈন্য-ভ্রাতাদের পাশে যুদ্ধ ক'রে যে জয়লাভ করেছে তার জন্যে সে বিশেষভাবে গর্ব্ব অনুভব করছে। এ জন্যে "আর্ম্মি কাউন্সিল" আপনাকে তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছেন। ব্রিটিশ এবং ভারতীয় সকল দলের সেনারা যে শৌর্য্য-বীর্য্য এবং সাহসের পরিচয় দিয়েছে তা আমাদের মনে তাদের সম্বন্ধে বিশেষ শ্রদ্ধা জাগিয়েছে।"

'আর্ম্মি কাউন্সিল'এর কাছ থেকে মাননীয় কম্যাণ্ডার-ইন চীফ্ সার্ রবার্ট ক্যাসেল্স্ এই তারটি পেয়েছেন। আর্ম্মি কাউন্সিলের এই অভিনন্দন শুধু ভারতীয় সৈন্যদের প্রতি নয়, সমস্ত ভারতবাসীর প্রতি। আমরা সবাই এ জন্যে গর্ব্ব অনুভব করছি।

আধুনিক যুদ্ধের কৌশল বা চালচলন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই কৌশল আয়ত্ত করা বিশেষ কষ্টসাধ্য। কিন্তু ভারতীয় সৈন্য এই কৌশল

আয়ত্ত করতে কিছুমাত্র শৈথিল্য দেখায় নি। আধুনিক যুদ্ধ-কৌশল যতখানি শেখা দরকার তার সবখানিই সে শিখেছে।

ভারতবাসী এইভাবে জীবনের নানা বিভাগে শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব দেখিয়ে আজ পৃথিবীর অগ্রবর্ত্তী জাতির সমান মর্য্যাদা লাভ করেছে। আর এই ভাবেই তারা ধীরে ধীরে পৃথিবীর মধ্যে তাদের হৃত-সম্মান ফিরে পেতে চলেছে।

উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্য যে কৃতিত্ব দেখিয়েছে ভারতের সামরিক শৌর্য্যের ইতিহাসে তা চিরদিন জলন্ত অক্ষরে লেখা থাকবে। কিন্তু এই কৃতিত্ব তার পক্ষে আকস্মিক নয়। গত মহাযুদ্ধের সময়েও ভারতীয় সৈন্য তার কৃতিত্ব প্রমাণ করেছিল ঠিক এমনি ভাবেই। আর্মি কাউন্সিলের এই অভিনন্দন সে-দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গত মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষ থেকে প্রায় পৌনে দু'লাখ সৈন্য ব্রিটিশ-সৈন্যদের পাশে গিয়ে তাদের মতোই নৈপুণ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল।

বর্ত্তমান উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে ভারতীয় সেনারা যে ভাবে যুদ্ধ করছে তার বিবরণ পড়লে আনন্দে গর্ব্বে মন ভরে ওঠে। ফ্রান্সের হঠাৎ যুদ্ধ-বিরতির পর উত্তর আফ্রিকার ব্রিটিশপক্ষ নূতন শক্তি সংগ্রহের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। ইতিমধ্যে ইতালীর সৈন্যরা অনেকখানি এগিয়ে আসে ব্রিটিশ সীমানায়। কিন্তু খুব অল্পদিনের মধ্যে ব্রিটিশপক্ষ ঔপনিবেশিক আর ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে ইটালিয়ানদের আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হয়। ফরাসী সাহায্যের অভাবে ব্রিটিশপক্ষকে দুর্ব্বল মনে করে তারা যে রকম নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে আসছিল তাতে সবাই ভাবলে ইটালিয়ানদের সঙ্গে আর পেরে ওঠা যাবে না। কিন্তু হঠাৎ অপ্রত্যাশিতরূপে ব্রিটিশপক্ষ থেকে তারা এমন এক ধাক্কা খেয়েছে যাতে তাদের সমস্ত আশা উৎসাহ আয়োজন এবং মর্য্যাদা একসঙ্গে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। অতি অল্পদিনের মধ্যে দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করে, নিপুণ কৌশলে, গোপন প্ল্যানে জেনারেল ওয়াভেল ইটালিয়ানদের উপর গিয়ে পড়েন সিডি-বারানি আর পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল। এইখানে ইটালিয়ানদের উপর যে সৈনাদল প্রথম আক্রমণ করে তারা ভারতীয় সৈন্যদল। এই সেনাদলে ভারতীয় যোদ্ধাজাতির সবাই আছে। মুসলমান, শিখ, রাজপুত, জাট, মারহাট্টা, গাড়ওয়ালি, মাদ্রাজী—এবং এ ছাড়াও অন্য কয়েকটা প্রদেশের সৈন্য আছে এদের মধ্যে।

৬।৭ ডিসেম্বর। মরুভূমিতে ভীষণ ঝড় বইছে। তীক্ষ্ণ বালির ঝড়। চারিদিক অন্ধকার। নক্ষত্রবেগে বালির কণাগুলো ছুটছে ঝড়ে। সেই ঝড়ের অন্ধকার আবরণে গা-ঢাকা দিয়ে চলেছে প্রায় কুড়ি হাজার ভারতীয় সৈন্য। তারা তাদের ঘাঁটি ছেড়ে এগিয়ে চল্‌ল। চল্‌তে চল্‌তে পঁচিশ ত্রিশ মাইল অতিক্রম করে গেল শত্রুর সন্ধানে। ক্ষণবিশ্রামের পর পরদিন আবার চল্‌ল তারা। এবারে তারা অতিক্রম করলে আরও দীর্ঘ পথ—৫০ মাইল দীর্ঘ! এইবার তারা গিয়ে পৌঁছিল নিবাইওয়া নামক স্থানের ইটালিয়ান ঘাঁটির ১৫ মাইলের মধ্যে। এইখানে ইটালিয়ান জেনারেল মালেটির অধীন বহু ইটালীয় সৈন্যের ছিল একটি আড্ডা। ভারতীয় সৈন্যদের পিছনে এল বহু সাঁজোয়া গাড়ী। অন্ধকারের মধ্যেই ইটালীয়ানদের অবস্থানটি ভাল করে পরীক্ষা করা হ'ল। স্পষ্ট বোঝা গেল তাদের সব চেয়ে দুর্ব্বল দিক হচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক। আরও এগিয়ে গিয়ে সেইখানেই প্রথম আক্রমণ করা ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু তার আগে ইটালীয়ানদের কিছু ভুল পথে চালিত করা দরকার। সে জন্যে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে কিছু কামান আর সেনা পাঠিয়ে সেখান থেকে আক্রমণ আরম্ভ হলো আগে। ইটালীয়ানদের মনোযোগ সেই দিকে আকৃষ্ট হ'ল—আর সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে জোর আক্রমণ চালানো হলো। সৈন্যদের অগ্রগমনের শব্দ ঢাকা পড়ল বিমানের শব্দে। ব্রিটিশ বিমান ইটালিয়ান ক্যাম্পের উপর উড়ে উড়ে বোমা বর্ষণ করতে লাগল। কামান সাজানো হ'ল ইটালিয়ানদের আড্ডার ৭০০ গজ পাল্লার মধ্যে। ৯ই ডিসেম্বর সকাল ৭টায় আক্রমণ আরম্ভ হ'ল। সে সময় ভয়ানক শীত—হাড়সুদ্ধ কাঁপিয়ে তোলে। কিন্তু সেদিকে কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। প্রথমে কামান থেকে ভীষণ গোলাবর্ষণ করা হ'ল কিছুক্ষণ। তারপর আধ ঘণ্টার মধ্যেই ট্যাঙ্কবাহিনী শত্রুর উপর গিয়ে পড়ল। তারপর গেল ভারতীয় সৈন্য—তারপর ব্রিটিশ সৈন্য। ধোঁয়ার আবরণ সৃষ্টি করে ট্যাঙ্ক এগিয়ে চল্‌ল। ইটালীয়ানরা আক্রমণ প্রতিহত করবার প্রাণপণ চেষ্টা করেও কিছুই করতে পারলে না। শেষে হাতাহাতি যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল এবং বেলা পৌনে ন'টার মধ্যেই তাদের সমস্ত ক্যাম্পটি ব্রিটিশদের দখলে এসে গেল। এখানে ২০০০ ইটালিয়ানকে বন্দী করা হ'ল।

এর ৫।৬ মাইল উত্তরে "পশ্চিম টুমার" নামক স্থানে ইটালিয়ানদের আর একটী আড্ডা ছিল। নিবাইওয়া অধিকার করার পর ভারতীয় সেনাদল সেই দিকে অগ্রসর হ'ল। বেলা ১২॥০ টার মধ্যে জায়গাটি সম্বন্ধে সন্ধান নেওয়া শেষ হ'ল—এবং বেলা ১টা ৪৫ মিনিটের সময় আক্রমণ আরম্ভ হ'য়ে গেল। যুদ্ধ হ'ল মাত্র ১৫ মিনিট—এর মধ্যেই জায়গাটি দখল করা হ'য়ে গেল। দু'টি মাত্র ব্যাটালিয়ান এখানে আক্রমণ ক'রেছিল, তাদের একটী ভারতীয়। এর পর "পূর্ব্ব টুমারের" পালা। কয়েকটী ট্যাঙ্ক এবং একটি ভারতীয় ব্যাটালিয়ান বেলা ৩টা ১৫ মিনিটের সময় এই স্থানটী অধিকার করে। এইখানে ৪০০ ইটালিয়ান নিহত হয় এবং ৭০০ জন বিনা-যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে। পশ্চিম টুমারে বন্দী হয় ৩০০০ ইটালিয়ান। এইভাবে সাফল্যের পর সাফল্য লাভ করে তারা দু'তিন দিনের মধ্যে সিডি-বারানি দখল করে। এইখানে প্রায় ৪০০০ ইটালিয়ান বন্দী হয়।

এই কাহিনীগুলো পড়লে প্রত্যেক ভারতবাসী গর্ব্ব অনুভব করবেন। বাইরের আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার ভার ধীরে ধীরে এখন ভারতবর্ষকেই নিতে হবে। তাতে যে ভারতবর্ষ পশ্চাৎপদ হবে না—ভারতীয় সৈন্যদের এই কৃতিত্বই তা প্রমাণ করছে। পৃথিবীতে যত দিন স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর, লোভী, পরস্বাপহারী, পশুভাবাপন্ন হিংস্র অর্দ্ধবর্ব্বর মানুষ থাকবে ততদিন যুদ্ধের সাহায্যেই আত্মরক্ষা করতে হবে। এ না হ'লে বর্ব্বরের হাতে মৃত্যু অনিবার্য্য।

নীলামের ইস্তাহার

চৌকী জঙ্গিপুর দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত।

নীলামের দিন ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪১।

৩৪ মর্গেজ ডিঃ সেক্রেটারী নায়েবজান সেখ দেং হাঁসিল সেখ দাবি ১২৫৮/৬ থানা সাগরদীঘি মৌজা বোখারা ৯১ শতকের কাত ৩।/৪ আঃ ১০৲ খং ৮৭৯ রায়ত স্থিতিবান; ২নং লাট ঐ মৌজাদিতে ১৯ শতকের কাত ৩৲ আঃ ৫৲ খং ৬৩৮ ঐ স্বত্ব

৯৫ মনি ডিঃ একজিকিউটার সতীপদ ঘোষ দেং শ্রীমন্তলাল সাহা দাবি ২৪১।৵০ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে ভাসাই পাইকর ২২ শতকের কাত ২৫৶৯ আঃ ২০৲ খং ৬২৬ রায়ত স্থিতিবান

১১৯ মনি ডিঃ বরদাচারী স্বামী দেং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দাবি ১৬৮॥/৯ থানা সাগরদীঘি মৌজে খারিওর ২-৩৭ শতকের কাত ১৲ আঃ ১০৲ খং ৩১৫ পুষ্করিণী মৌরসী স্বত্ব ২নং লাট ঐ মৌজাদিতে ১-৫১ শতকের কাত ৫/৪ আঃ ৪০৲ খং ৮০৩ রায়ত মোকররী ৩নং লাট ঐ মৌজাদিতে ৭৩ শতকের কাত ৪॥০ আঃ ৩০৲ খং ৬২৩ রায়ত স্থিতিবান

১২৯ মনি ডিঃ গোপালচন্দ্র সাহা দীং দেং খুরসেদ আলি চৌধুরী দাবি ৬৫।/০ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে জাফরগঞ্জ ও বল্লালপুর ৭-০১ শতকের কাত ২২।৯ তন্মধ্যে ১-৩১ শতক বাগান পরতামত কাত ৪।৶১০ আঃ ৫০৲ খং ৪২০, ৩২০ রায়ত স্থিতিবান

সস্তায় রবার ষ্ট্যাম্প

সকল প্রকার রবার ষ্ট্যাম্প এক সপ্তাহ মধ্যে সরবরাহ করা হয়। সমস্ত ষ্ট্যাম্পই কলিকাতায় প্রস্তুত এবং কলিকাতার অন্যান্য কারখানা অপেক্ষা জিনিষ ভাল অথচ দামে সস্তা। রবারের পকেট প্রেস, ডেটিং ষ্ট্যাম্প, সেল্-ইঙ্কিং প্যাড ও কালী সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

প্রাপ্তিস্থান—"পণ্ডিত-প্রেস"
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

শিক্ষক মহাশয়গণের নিকট নিবেদন

আমরা ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট কাগজে স্কুলের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার হাজিরা বহি, ভর্ত্তি বহি, ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, বেতন আদায়ের রসিদ বহি প্রভৃতি মজুত রাখিয়াছি। দরকার হইলে আমাদের নিকট হইতে লইবেন। খাতাগুলি ভালভাবে বাইণ্ডিং করা।

বাংলা ভাষায় (প্রাইমারী স্কুলের জন্য)

হাজিরা বহি (২০ পাতার)	৵০
" ৪০ "	৷০
ভর্ত্তি বহি	।৶০
ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (২০ পাতার)	।/০
রসিদ বহি (১০০ পাতার)	।১০

For M. E. & H. E. SCHOOLS.

Students' Attendance Register with Fee realisation (25 pages)	-/11/-
Teachers' Attedance (25 pages)	-/11/-
First Admission Form (100 sheets)	1/4/-
Transfer Certificate (100 sheets) (Triplicate.)	2/12/-
Receipt Book (for fee collection) (100 pages in each Book)	-/4/-
Letter Heading ½ Foolscap size 100	-/12/-
Do. ¼ Foolscap 100	-/9/-

পিওন-বুক

ইউনিয়ন বোর্ড, ঋণ-সালিশী বোর্ড ও অন্যান্য অফিসের জন্য পিওন-বুক রাখা হইয়াছে। সুদৃশ্য চামড়ার ঘার বাঁধা। মূল্য বড় ৸০ আনা, ছোট ॥০ আনা।

ফরম সাপ্লাই এজেন্সী
পণ্ডিত প্রেস
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ব্যানার্জ্জি হোমিও হল

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

ঘুনাথগঞ্জ এম, ই, স্কুলের নিকট অনুসন্ধান করুন।

নূতন ঠিকানা

মনিগ্রামের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক

পক্ষাঘাত, বাত, উন্মাদ, কাস, শ্বাস, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, ব্লডপ্রেসার, বেরিবেরি—প্রভৃতি পীড়ার চিকিৎসায় পারদর্শী

কবিরাজ—

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী বিশ্বাস কবিরত্ন,
এম-বি-সি-এ, (গভর্ণমেন্ট রেজিষ্টার্ড)
মনিগ্রাম বাসন্তীতলা
পোঃ মনিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

যথাসম্ভব সুলভে বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।

(স্থাপিত সন ১৩৩২ সাল)

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান চিকিৎসক

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন

প্রধান ঔষধালয় :— রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ মুর্শিদাবাদ।

শাখা ঔষধালয় :— জঙ্গীপুর (বাবুবাজার।

আয়ুর্ব্বেদীয় সকল রকম আসব, অরিষ্ট, মোদক, বটী, তৈল, ঘৃত, চূর্ণ ও ধাতুভস্মাদি সর্ব্বদা প্রচুর মজুত থাকে। মফঃস্বলের চিকিৎসকগণকে উপযুক্ত কমিশন দেওয়া হয়।

পণ্ডিত প্রেস

রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ

উচ্চশ্রেণীর ছাপার জন্য বিখ্যাত

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

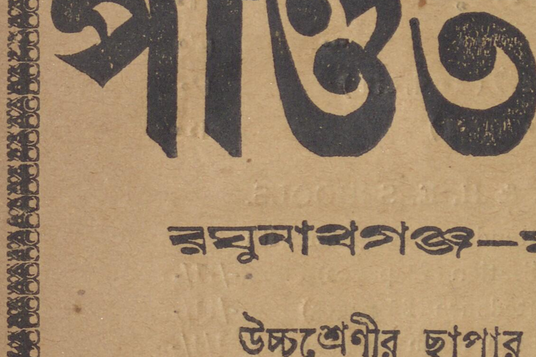

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আয়ুর্ব্বেদিক হোমিও ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। ডাক্তার বি, রায়কে পত্র লিখিয়া আনুন।

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর।

ডাক্তার আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র অপেরীণ ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, ঠুনকা, মুখের ব্রণ পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী কর্ণমূল প্রভৃতি যন্ত্রণা-প্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয় মূল্য বড় শিশি ১৲, মাশুল সমেত ১।৶০ ।৵০ আনার টিকেট পাঠাইলে স্যাম্পেল শিশি পাইবেন।

মৃতের জীবন ঃ—ভাইট্যালী—{ বহুবিধ রোগনাশক জীবনীশক্তিবর্দ্ধক টনিক।

(ডাক্তার আনন্দ ঋষি মরা মানুষ বাঁচাইতে পারিতেন। তিনি বহু গবেষণার পর জগতের হিতার্থে ভাইট্যালী আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।) মানব জীবনের প্রধান উপাদান ভাইট্যাল পাওয়ার বা জীবনীশক্তি; উহার হ্রাস, বৃদ্ধিতে সমস্ত রোগ হয়। উহা ঠিক রাখিতে পারিলেই মানুষ দীর্ঘায়ু ও নীরোগ হইতে পারেন। ... যাঁহারা মেহ, প্রমেহ, ধাতু-দৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, ধ্বজভঙ্গ, ডায়েবিটিস, ডিসপেপসিয়া, অম্ল, অজীর্ণ, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, বাধক, স্মরণশক্তির হ্রাস, বাত ও অর্শ প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে মৃতপ্রায় হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ভাইট্যালী পরম বন্ধু। ইহা ভাইট্যাল পাওয়ার (জীবনীশক্তি) বৃদ্ধি করিয়া শীঘ্রই নীরোগ করে। যাঁহারা নানাবিধ ঔষধ খাইয়াও কোন ফল পান নাই তাঁহারা একবার মাত্র এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখুন। ।৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে ১ সপ্তাহের ঔষধ পাইবেন।

প্রায় এক মাসের ঔষধ এক শিশির মূল্য ১৲ মাত্র। ডাক মাশুল সমেত ১।৶০

প্রাপ্তিস্থান ডাঃ বি, রায় এণ্ড কোং, কেমিষ্টস্
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা

যে সব ডাক্তার রা সুরবল্লী ব্যবস্থা করে দেখেছেন তাঁরা সবাই একমত যে এরূপ উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক উপদংশ নাশক ও "টনিক" ঔষধ খুব কমই আছে।

সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, ঘা, স্ফোটক, নালি, রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নিরাময় করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়।

ইহা যকৃতের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া অগ্নি, বল ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে। গত ৬০ বৎসর যাবৎ ইহা সহস্র সহস্র রোগীকে নিরাময় করিয়াছে।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস : কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

বিশুদ্ধতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদীয় প্রতিষ্ঠান

ব্রাঞ্চ ও এজেন্সি

পৃথিবীর সর্ব্বত্র

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী
এম-এ, এফ-সি-এস (লণ্ডন), এম-এস-সি (আমেরিকা)
ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)

মকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতানাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্যবিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, রক্তহীনতা, স্বপ্ন-দোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ—প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যাবতীয় রস ও স্ত্রীরোগের মহৌষধ। ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা, ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত